## মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ডিসেম্বর ২০১৪ মাসের কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**

প্রতিবেদনাধীন মাসের নাম: **ডিসেম্বর ২০১৪** প্রতিবেদন প্রস্তুতের তারিখ: **১৯ জানুয়ারি ২০১৫**

**(১) প্রশাসনিক:**

ক. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

| সংস্থার স্তর | অনুমোদিত পদ | পূরণকৃত পদ | শূন্যপদ |
|---|---|---|---|
| মন্ত্রণালয়: **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ** | ২১৭ | ১৭৭ | ৪০ |
| অধিদপ্তর/সংস্থা/সংযুক্ত অফিস: **দুর্নীতি দমন কমিশন** | ১,২৬৪ | ৯৬৮ | ২৯৬ |
| **মোট** | **১,৪৮১** | **১,১৪৫** | **৩৩৬** |

ক. ২ শূন্য পদের বিন্যাস

| মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা | অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ | জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমন ডিসি, এসপি) | অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ | ২য় শ্রেণির পদ | ৩য় শ্রেণির পদ | ৪র্থ শ্রেণির পদ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ** | - | - | ১২ | ০৬ | ১৫ | ০৬ | ৪০ |
| **দুর্নীতি দমন কমিশন** | - | - | ৫৫ | ১৯ | ৯৮ | ০১ | ১৭৩* |

* সুপারনিউমারি পদ ব্যতীত।

ক. ৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ শূন্য থাকলে তার তালিকা

| ক্রমিক | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | গুরুত্বপূর্ণ শূন্য পদের নাম | গুরুত্বপূর্ণ শূন্য পদের সংখ্যা | মোট গুরুত্বপূর্ণ শূন্য পদের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১। | **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ** | - | - | - |
| ২। | **দুর্নীতি দমন কমিশন** | - | - | - |

ক. ৪ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

| মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা | প্রতিবেদনাধীন মাসে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | |
| **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ** | - | - | - | - | - | - | – |
| **দুর্নীতি দমন কমিশন** | - | ০১ | ০১ | - | - | - | ০১ জন ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর সহকারী/উচ্চমান সহকারী পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। |

ক.৫ শূন্য পদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নেই।

খ. ১ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে-বিদেশে)

| | মন্ত্রী | | প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী | | মন্ত্রিপরিষদ সচিব | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | দেশে | বিদেশে | দেশে | বিদেশে | দেশে | বিদেশে | |
| ভ্রমণ/পরিদর্শন (দিন) | - | - | - | - | - | - | – |
| উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন (দিন) | - | - | - | - | - | - | |
| পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ (দিন) | - | - | - | - | - | - | |

খ.২ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা: প্রযোজ্য নয়।

(২) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য): প্রযোজ্য নয়।

(৩) অর্থনৈতিক (কেবল অর্থ বিভাগের জন্য): প্রযোজ্য নয়।

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত

ক. উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত প্রকল্পের নাম:

| প্রকল্পের নাম | বর্তমান অর্থ-বছরে এডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়) | প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়) ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার | প্রতিবেদনাধীন মাসে নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে থাকলে তার তালিকা | প্রতিবেদনাধীন মাসে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| Improving Public Administration and Services Delivery through E-Solution – Improving GRS (Output-3) | ০.৮৭ | ০.৫০৬৬ কোটি টাকা<br><br>শতকরা ব্যয়ের হার ৫৮% | - | - | 'National Integrity Strategy (NIS) Support Project' শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। |

খ. প্রকল্পের অবস্থা সংক্রান্ত

| প্রতিবেদনাধীন মাসে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা | প্রতিবেদনাধীন মাসে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা | প্রতিবেদনাধীন মাসে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো | আগামী দু'মাসের মধ্যে উদ্বোধন করা হবে এমন সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

(৫) **উৎপাদন বিষয়ক (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পূরণ করতে হবে):** প্রযোজ্য নয়।

(৬) **প্রধান প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ/লোকসান:** প্রযোজ্য নয়।

(৭) **অডিট আপত্তি**

ক. অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

| মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম | অডিট আপত্তির সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা | নিষ্পত্তির সংখ্যা | জের | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | ৭টি | ০.২৩ | ০০ | ০০ | ০৭টি | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাতটি অডিট আপত্তি মামলা ঢাকার চতুর্থ সহকারী জজ আদালতে (মামলা নং-৭/২০০০) বিচারাধীন রয়েছে। |
| বিলুপ্ত বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ড ও বিলুপ্ত উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল উন্নয়ন বোর্ড | ১৭টি | ২৮৩.১৫ | - | - | ১৭টি | ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটির সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| দুর্নীতি দমন কমিশন | ০৪টি | ৭০০.০০ | ০৪ | - | ০৪টি | - |
| মোট | ২৮টি | ৯৮৩.৩৮ | ০৪ | ০০ | ২৮টি | - |

খ. অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেইসের তালিকা: নেই।

(৮) **শৃঙ্খলা/ বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)**

| মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলা (প্রতিবেদনাধীন মাসের ১ তারিখে) | প্রতিবেদনাধীন মাসে শুরু হওয়া মামলার সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন মাসে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা | | | অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা | বর্তমান অর্থ-বছরে মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | চাকরিচ্যুতি/বরখাস্ত | অন্যান্য দণ্ড | অব্যাহতি | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-১ | - | - | - | - | ১ | - |
| দুর্নীতি দমন কমিশন-১২ | ১ | - | - | - | ১৩ | ০১ |

(৯) **মানবসম্পদ উন্নয়ন**

ক. প্রতিবেদনাধীন মাসে সমাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:

| মন্ত্রণালয়/সংস্থা | ক্রমিক | প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদ | উদ্যোগী সংস্থা / এজেন্সির নাম | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | ১। | Presentation of dissertation on Government Performance Managment System: A comparative study among the SAARC countries<br>স্থান: ভারত | ০৯-১১ ডিসেম্বর ২০১৪ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | ১ জন (উপসচিব) |

**খ. মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরে কোন ইন্-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা:** ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাবিনেট ডিভিশন শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় Programming Language (Java/net platform/php) & Relational Database Management System (SQL Server/DB2/oracle/MySq1) for the 1st Class Officers of Cabinet Division সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে শুরু হয়।

**গ. প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা:** নেই।

**ঘ. মন্ত্রণালয়ে অন্ দ্য জব ট্রেনিং (OJT) এর ব্যবস্থা আছে কি না; না থাকলে অন্ দ্য জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি না:** হ্যাঁ আছে; কোন অসুবিধা নেই।

**ঙ. প্রতিবেদনাধীন মাসে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা:** এক জন।

(১০) **উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/সমস্যা-সঙ্কট:**

**ক. প্রতিবেদনাধীন মাসে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকা:**

২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের এস.আর.ও নম্বর ২৯২-আইন/২০১৪ দ্বারা Ministry of Cultural Affairs এবং Ministry of Liberation War Affairs-এর কার্যতালিকা সংশোধন করা হয়।

**খ. প্রতিবেদনাধীন মাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:**

(১) মন্ত্রিসভার পাঁচটি, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির চারটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির তিনটি, প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির দুইটি এবং মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত দুইটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(২) ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে বিভাগীয় কমিশনারগণের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৪৩টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৩) ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে গোপালগঞ্জ ও যশোর জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এবং বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা ও খুলনার সঙ্গে, ১৮, ২১ ও ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে বরগুনা ও লালমনিরহাট জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এবং বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল ও রংপুর এবং ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে কক্সবাজার ও বগুড়া জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এবং বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর সঙ্গে মোট সাতটি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

(৪) বিভাগীয় কমিশনার এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত অক্টোবর দ্বিতীয় পক্ষ এবং নভেম্বর প্রথম পক্ষের পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত দুইটি সার-সংক্ষেপ যথাক্রমে ০৭ ও ২৫ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৫) ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের দলিলাদির ফটোকপির কাজ সম্পন্ন করা হয়।

(৬) ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে 'বেতন ও চাকরি কমিশন, ২০১৩'-এর প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়।

(৭) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো সংশোধন ও হালনাগাদকরণ, ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বাজেট প্রাক্কলন, ও পরবর্তী ০২ (দুই) অর্থ-বছরের (২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮) বাজেট প্রক্ষেপণ ও ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বিধি)-এর সভাপতিত্বে ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে 'বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপে'র সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি সফরে ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২১/০২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ মঙ্গলবার ১০১০ ঘটিকায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি-০৮৬ ফ্লাইট যোগে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্থানকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচারের দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৯) বিশিষ্ট সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ জনাব জগলুল আহমেদ চৌধুরী ২৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। দ্য পিপল পত্রিকায় জনাব জগলুল আহমেদ চৌধুরীর সাংবাদিকতা জীবন শুরু হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এ পত্রিকার অফিসটি জ্বালিয়ে দিলে তিনি বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় রিপোর্টার হিসাবে যোগ দেন। ধাপে ধাপে পদোন্নতি পেয়ে তিনি এক পর্যায়ে এই সংস্থার প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। কূটনৈতিক রিপোর্টার হিসাবে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। সাংবাদিক হিসাবে তিনি বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও দ্বিপক্ষীয় সফর দক্ষতার সঙ্গে কভার করেছেন। বাসস-এর দিল্লি প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি সেখানকার সাংবাদিক ও কূটনৈতিক মহলে

বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে জনাব জগলুল আহমেদ চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, সদালাপী ও বন্ধুবৎসল। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হল। বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব জগলুল আহমেদ চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২১/০১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সংক্রান্তে ০৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৩.৩৭৯ নম্বর প্রজ্ঞাপন সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১০) বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী জনাব কাইয়ুম চৌধুরী ৩০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। জনাব কাইয়ুম চৌধুরী ১৯৩২ সালে ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৫৪ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ২০০০ সালে অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকর্মে বাংলাদেশের গ্রাম, নিসর্গ ও নারীর প্রাণবন্ত রূপ পরিস্ফুট হয়েছে। আবহমান বাঙ্গালির লোকজ ঐতিহ্য ও লোকায়ত জীবন তাঁর তুলিতে বাঙ্ময় ও সজীব হয়ে ওঠেছে। চিত্রকলার মাধ্যমে তিনি স্বদেশ ও সমকালের সঙ্কট ও জীবন-যন্ত্রণার রূপ তুলে ধরেছেন। রঙের ব্যবহার, ঐতিহ্য-জিজ্ঞাসা ও দেশ-আত্মার মর্মবেদনার অনুভবে তিনি এদেশের চিত্রকলার অঙ্গনে স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। চারুকলার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য কাইয়ুম চৌধুরী ১৯৬৬ সালে তেহরান বাইএনিয়্যালে ইম্পেরিয়াল কোর্ট প্রাইজ; ১৯৮৩ সালে লাইপজিগ বুক ফেয়ার প্রাইজ; ১৯৯৪ সালে বঙ্গবন্ধু পদক; ২০০৭ সালে সুলতান পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। বইয়ের প্রচ্ছদের জন্য তিনি ঢাকাস্থ ন্যাশনাল বুক সেন্টার থেকে দশ বার প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে থিয়েটার গ্রুপ, ১৯৯১ সালে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, ১৯৯১ সালে মাহবুবউল্লা জেবুন্নেসা স্মৃতি ট্রাস্ট এবং ২০১২ সালে ক্যালকাটা পেইন্টার্স সম্মাননা লাভ করেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কাইয়ুম চৌধুরী-কে ১৯৮৬ সালে একুশে পদক এবং ২০১৪ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের এগারো দফা আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাঁর চিত্রকর্মে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙ্গালির স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ এবং প্রতিটি গণতান্ত্রিক সংগ্রামে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর অগ্রণী ভূমিকা জাতি চিরদিন গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। বিশিষ্ট এ চিত্রশিল্পীর মৃত্যুতে দেশের চারুকলা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল। নন্দিত চিত্রশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২১/০১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সংক্রান্ত ০৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৩.৩৮০ নম্বর প্রজ্ঞাপন সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১১) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের নির্বাহী পরিচালক (প্রযুক্তি) ক্যাপ্টেন মঈন আহমেদ ২৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে International Mobile Satellite Organization (IMSO)-এর মহাপরিচালক পদে নির্বাচিত হন। International Maritime Organization (IMO)-এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত IMSO ১৯৭৭ সালে যাত্রা শুরু করে। IMSO মূলত স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমুদ্র পরিবহনের নিরাপত্তা, বিপদের পূর্বাভাষ, বিপদ বা দুর্যোগ কবলিত সমুদ্র পরিবহনের সন্ধান ও উদ্ধার কাজের সমন্বয় করে। এছাড়া সংস্থাটি সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য সম্প্রচার, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মহাপরিচালক পদের জন্য IMSO-এর ৯৯টি সদস্যদেশের মধ্যে বাংলাদেশ, জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি ও রোমানিয়া এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। চূড়ান্ত ভোটপর্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি ৪৯ ভোট এবং তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রোমানিয়ার প্রতিনিধি ৩৭ ভোট পান। বাংলাদেশের প্রতিনিধি চার বছরের জন্য IMSO-এর মহাপরিচালক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এবারই প্রথম ইউরোপের বাইরের একজন প্রার্থী এই পদে নির্বাচিত হলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং বন্ধু-প্রতিম দেশসমূহের আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতার ফলে বাংলাদেশের প্রার্থী এ নির্বাচনে বিজয়ী হতে পেরেছেন। ৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের নির্বাচনের পর থেকে বাংলাদেশ এ যাবৎ IMSOসহ ১২টি আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। ১৯৯৩ সালে IMSO-এর সদস্যপদ প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে প্রথমবারের মত বাংলাদেশের একজন প্রার্থীর নির্বাচন জাতির জন্য একটি বিরল অর্জন। এ নির্বাচন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি বিশ্ব-সম্প্রদায়ের গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধের প্রতিফলন। এ নির্বাচন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্মান আরও সমুন্নত ও সুসংহত করেছে। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ক্যাপ্টেন মঈন আহমেদকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২১/০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের বৈঠকে

একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এ সংক্রান্তে ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৩.৩৮৮ নম্বর প্রজ্ঞাপন সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ সরকারি সফরে ০৪ পৌষ ১৪২১/১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ বৃহস্পতিবার ১০৪৫ ঘটিকায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি-০২৩ ফ্লাইট যোগে ভারতের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ এবং ০৯ পৌষ ১৪২১/২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ মঙ্গলবার ২১৫৫ ঘটিকায় একই এয়ারলাইন্সের বিজি-০৯৬ ফ্লাইট যোগে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রস্থান ও প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচারের দায়িত্ব পালন করা হয়।

(১৩) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় প্রদানকারী বিচারক, ঢাকার সাবেক জেলা ও দায়রা জজ এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সাবেক সদস্য কাজী গোলাম রসুল ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। কাজী গোলাম রসুল ১৯৭০ সালের মে মাসে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ায় মুন্সেফ পদে যোগদানপূর্বক বিচারক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার শাহাদত বরণ করেন। তৎকালীন সরকার ইনডেমনিটি আইন করে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ইনডেমনিটি আইন বাতিল করা হয়। এতে বঙ্গবন্ধু-হত্যার বিচারের পথে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয় এবং সে বছরই এ ঘটনার বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার বিচার শেষে হত্যাকাণ্ডের ২৩ বছর পর ঢাকার তৎকালীন জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ৮ নভেম্বর ১৯৯৮ তারিখে ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। কাজী গোলাম রসুল ছিলেন একজন নির্ভীক ও প্রজ্ঞাবান বিচারক। তাঁর বিচক্ষণতা ও কর্মনিষ্ঠা বিচারক হিসাবে তাঁকে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য হিসাবেও তিনি সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা জাতি চিরকাল মনে রাখবে। কাজী গোলাম রসুল-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০১ পৌষ ১৪২১/১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সংক্রান্ত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৩.৪০০ নম্বর প্রজ্ঞাপন সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১৪) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জেনোম বিজ্ঞানী প্রফেসর মাকসুদুল আলম ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। বাংলাদেশের কৃতী সন্তান মাকসুদুল আলম ১৯৫৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা দলিল উদ্দিন আহমেদ ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)-এর একজন কর্মকর্তা। স্বাধীনতার পর মাকসুদুল আলম উচ্চ শিক্ষার্থে রাশিয়ায় যান। তিনি মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে মাইক্রোবায়োলজিতে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউট থেকেও প্রাণরসায়নে পিএইচডি করেন। তিনি মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি, রাশিয়ার বিজ্ঞান একাডেমি, ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউট এবং ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা ও গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। সর্বশেষ তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানোয়াস্থ হাওয়াই ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এবং সেখানকার এডভান্সড স্টাডিজ ইন জেনোমিক্স, প্রোটিওমিক্স এন্ড বায়োইনফর্মেটিক্স-এর ডিরেক্টর। ২০০০ সালে ড. মাকসুদুল আলম ও তাঁর সহকর্মী রেন্ডি লারসেন প্রাচীন জীবাণুতে মায়োগ্লোবিনের মত নতুন ধরনের এক প্রোটিন আবিষ্কার করেন। এ আবিষ্কারের সুবাদে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি হাওয়াইয়ান পেঁপের জিন নকশা উন্মোচনের জন্য নিযুক্ত হন এবং অতঃপর মালয়েশিয়ায় রাবারের জিন নকশা উন্মোচনের কাজেও সফলতা অর্জন করেন। প্রফেসর মাকসুদুল আলম বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের জুট জেনোম সিকোয়েন্সিং প্রকল্পের প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডাটাসফটের একদল উদ্যমী গবেষকের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১০ সালে তোষা পাটের জিন নকশা আবিষ্কৃত হয়। ২০১০ সালের ১৬ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাটের জেনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। পাটের 'জেনোম কোড' বা জন্মরহস্য উন্মোচন কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সাফল্য। এর ফলে দেশে পাটের উৎপাদনশীলতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি এবং পাটজাত পণ্যের বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, তিনি এক ধরনের ছত্রাকের জীবন রহস্যও উন্মোচন করেছেন। 'ন্যাচার'সহ পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জার্নালে ড. মাকসুদুল আলমের ৭৮টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৮৭ সালে জার্মান সাইন্স ফাউন্ডেশন-এর 'Humboldt Research Fellow'; ১৯৯৭ সালে 'NIH Shannon Award' এবং ২০০১ সালে হাওয়াই ইউনিভার্সিটির 'Excellence of Research Award' সম্মাননায় ভূষিত হন। তাঁর মৃত্যুতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিশেষত কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল। প্রফেসর মাকসুদুল আলমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০১ পৌষ ১৪২১/১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সংক্রান্তে ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের

০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৩.৪০৯ নম্বর প্রজ্ঞাপন সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১৫) বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, কক্সবাজার-এর অপর জারী মামলা নম্বর-০৩/২০১৪ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৭ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৬) টাঙ্গাইল জেলার সরকারি কুমুদিনী কলেজের জমি দখল সংক্রান্ত ঘটনার প্রতিবেদন ০৮ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১৭) নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ককটেল/বোমা বিস্ফোরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৮ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১৮) সড়ক দুর্ঘটনায় রাজশাহী কলেজের তিনজন ছাত্রী নিহত হওয়া সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১১ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১৯) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিল হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত পত্র ১৪ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সকল সিনিয়র সচিব এবং সকল সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(২০) খুলনা হতে পার্বতীপুরগামী তেল ট্যাংকারবাহী ট্রেন দুর্ঘটনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন ১৭ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(২১) সর্বোচ্চ সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ জরিমানা আদায়ের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লা এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তির জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নাটোর-কে ১৮ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে অভিনন্দন জ্ঞাপন পত্র দেওয়া হয়।

(২২) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হতে প্রাপ্ত র‍্যাব-এর পরিচয়ে অপহরণের ১২দিন পর গুলিবিদ্ধ সুমনের লাশ উদ্ধার সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২২ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(২৩) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আদেশনামার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২২ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(২৪) নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার বারৈচা বাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন জামে মসজিদের ইমামকে গ্রেফতার, পুলিশ কর্তৃক গুলিবর্ষণ এবং একজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার বিষয়ে নির্বাহী ও প্রশাসনিক তদন্ত প্রতিবেদন ২৩ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(২৫) ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় বিচারাধীন মামলার সালভিত্তিক পরিসংখ্যান প্রেরণের জন্য ২২ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(২৬) The Code of Criminal Procedure, 1898 এবং মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর আওতাধীন মামলা নিষ্পত্তির প্রমাপ পুন:নির্ধারণ করে ২৮ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(২৭) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হতে প্রাপ্ত তিনটি আদেশনামার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৯ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(২৮) দুর্নীতি দমন কমিশন হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন মামলায় চার্জশীটভুক্ত ১৩১ জন, বিজ্ঞ আদালতে এফআরটি গৃহীত হওয়ায় ১১ জন, নথিভুক্তির সংখ্যা ১১৯৭ এবং তদন্তে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় ২২ জন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিষয়ে অবগত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(২৯) বিভিন্ন আইনে ১০জন কর্মকর্তাকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা/ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

(৩০) বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ ডিসেম্বর, ২০১৪ মাসে প্রমাপ অনুয়ায়ী ভ্রমণ, রাত্রিযাপন, পরিদর্শন, দর্শন করেছেন। এজন্য প্রমাপ অর্জনকারী কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং প্রমাপ অর্জনের এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়।

(৩১) বিভিন্ন দেশের High Commissioner, Ambassador ও দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন জেলা সফর করেন। সফরকালে তাঁদেরকে উপযুক্ত সৌজন্য প্রদর্শন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৩২) জনাব মো: সাইদুর রহমান, উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ৩০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলা; জনাব হাবিবুর রহমান, উপসচিব ২৮ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলা এবং জনাব মো: আজাদুর রহমান মল্লিক, উপসচিব ২৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনের মন্তব্য/সুপারিশের ওপর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র দেওয়া হয়।

(৩৩) ১০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'Professional Development Training for Mid-Career Public Servants in Bangladesh' শীর্ষক Follow-up Workshop-এ জেলা প্রশাসক, নীলফামারী, মানিকগঞ্জ ও কুষ্টিয়াকে যোগদানের বিষয়ে এ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হয়।

(৩৪) ০৬-০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে বাংলাদেশ সফরকালে ০৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী His Excellency Mr. Tshering Tobgay কর্তৃক সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

(৩৫) প্রতিবেদনাধীন মাসে মাঠ প্রশাসনে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। পূর্বে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের মধ্যে ১২ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় নথিজাত করার জন্য এবং ০২ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তে প্রাথমিকভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় মামলা রুজুর জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেওয়া হয়।

(৩৬) জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস, রাজস্ব শাখা, এল.এ শাখা, সার্টিফিকেট শাখা ইত্যাদি পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য ২৭টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৩৭) শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ২০১৪ পালন উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় কর্মসূচি ও ধারাক্রম বিষয়ে ০৭ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৩৮) জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম কর্তৃক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণের ওপর গৃহীত কার্যক্রম জানানোর জন্য ০৯ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৩৯) জেলা প্রশাসক রংপুর কর্তৃক গংগাচড়া ইউনিয়ন ও রংপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য ০৯ ও ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে জেলা প্রশাসক, রংপুর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৪০) বাংলাদেশ-ভারতের জেলা প্রশাসক-জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে অনুষ্ঠিত যৌথ সীমান্ত সম্মেলনের কার্যবিবরণী বিষয়ে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সিনিয়র সচিব, ভূমি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সচিব, পানি সম্পদ, নৌ-পরিবহন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৪১) বাংলাদেশ-ভারতের জেলা প্রশাসক-জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে অনুষ্ঠিত যৌথ সীমান্ত সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে জেলা প্রশাসক, যশোর/সাতক্ষীরা/ঝিনাইদহ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৪২) বাংলাদেশ-ভারতের জেলা প্রশাসক-জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে অনুষ্ঠিত যৌথ সীমান্ত সম্মেলন সম্পর্কিত প্রতিবেদনের বিষয়ে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৪৩) জেলা প্রশাসক-জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যৌথ সীমান্ত সম্মেলনের বিষয়ে ২০১৪ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সকল বিভাগীয় কমিশনার ও সীমান্তবর্তী ২৯টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৪৪) আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস, ২০১৪ উদ্‌যাপনের বিষয়ে ১৫ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৪৫) পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের মাধ্যমে 'দারিদ্রমুক্ত ও ভিক্ষুকশূন্য' করার লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগ থেকে সাতটি করে উপজেলার নাম প্রেরণের জন্য ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৪৬) পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে উপস্থাপিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব বাস্তবায়নের বিষয়ে ১৫ ডিসেম্বর ১৪ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৪৭) জেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠানের জন্য ২৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৪৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৪৯) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে গঠিত উপজেলা/মেট্রোপলিটন যাচাই-বাছাই কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে 'সদস্য সচিব' হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হয়।

(৫০) আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশনে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়।

(৫১) ০৪, ০৮, ১৮ ও ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা এবং ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে এ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৫২) ০৮ ও ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইউনিট-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৫৩) ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে LCG Working Group on Governance-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৫৪) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংসদ সদস্যদের জন্য কর্মশালা আয়োজনের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত পত্র বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৫৫) ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৫৬) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ পুনর্গঠনপূর্বক পরিপত্র জারি করা হয়।

(৫৭) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট চলতি ও অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ প্রাক্কলন নির্ধারণের জন্য তথ্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৫৮) 'Request for forwarding technical assistance concept note to the World Bank, Dhaka office' বিষয়ক পত্র অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৫৯) 'National Integrity Strategy Support Project' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের জন্য 'প্রকল্প যাচাই কমিটি'-এর সভা ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(৬০) 'National Integrity Strategy Support Project' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অনুমোদনের জন্য আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৬১) বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্থাপিত ওয়াই-ফাই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের তথ্য ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জনবলের সমন্বয়ে একটি টেকনিক্যাল টিম গঠন করার জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগে ০৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬২) বিভাগীয় ওয়েব পোর্টাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের জন্য কমিশনার, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রংপুর এবং বরিশাল বিভাগ বরাবর ২৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে পত্র দেওয়া হয়।

(৬৩) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি'র ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

(৬৪) 'ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থার দৈনন্দিন ব্যবহারজনিত পরিচালনার জন্য সেবাদানকারী ঠিকাদার নিয়োগ সংক্রান্ত পত্র বিটিসিএল-এ প্রেরণ করা হয়।

**গ. আগামী দুই (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) মাসে সম্পাদিতব্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকা:**

(১) মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠান।

(২) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান।

(৩) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠান।

(৪) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠান।

(৫) সমরপুস্তক হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি।

(৬) ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের দলিলাদির সংরক্ষণের মেয়াদ ২৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় তা জাতীয় আরকাইভস-এ হস্তান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম।

(৭) দশম জাতীয় সংসদের ২০১৫ সালের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির চূড়ান্ত ভাষণ মুদ্রণ ও বিতরণ।

২৩/১২/১৫

(মোঃ আবদুল্লাহ হারুন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
রিপোর্ট শাখা
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।